দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 06 DEC 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

165

উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক অনিয়ম ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬জন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে গত রোববার একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন। এতে অন্যান্য কিছু বিষয়ের সাথে

(৭-এর পাতায় দেখুন)

উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি

(১ম পাতার পর)

প্রশাসনিক অনিয়ম, প্রশাসনিক স্থবিরতা এবং প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্বের কথা উল্লেখ করে সুষ্ঠুভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য কিছু সুপারিশ করা হয়েছে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, প্রশাসনিক অনিয়ম ও স্থবিরতাসহ নানা সমস্যার দরুণ বর্তমানে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিই ক্ষুন্ন হয়নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ন্যায়বিচার আছে বা পাওয়া যাবে তার বোধের সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে সকল শিক্ষক এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসেবে গৌরব বোধ করেন।

বর্তমান উপাচার্যের পক্ষের শিক্ষকদের মধ্যে থেকে বের হয়ে এসে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে যারা সাদা প্যানেলের অধীনে অংশ নিয়েছিলেন তাদের পক্ষ থেকেই স্মারক লিপিটি দেয়া হয়েছে। এতে যে ৬ জন শিক্ষকের নাম আছে তারা হলেন ইয়াজউদ্দিন আহমেদ, আবুল কালাম, মো: নুরুল ইসলাম সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া এবং সাঈদ-উর-রহমান। মুদ্রিত এই স্মারকলিপির কপি গতকাল সোমবার থেকে সকল শিক্ষকের মধ্যে বিতরণ করা শুরু হয়েছে।

স্মারকলিপির শুরুতে বলা হয়, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিনেট নির্বাচনে সাদা প্যানেল অংশ নিয়েছিল। তার প্রচারপত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি, শিক্ষকদের অভাব-অভিযোগ, প্রশাসনের ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করে শিক্ষকদের যে সমর্থন চাওয়া হয়েছিল তা পাওয়া গেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রচারপত্রে উত্থাপিত বক্তব্যের অংশবিশেষ উল্লেখ করে স্মারকলিপি পেশ করা হচ্ছে।

স্মারকলিপিতে প্রশাসনিক অনিয়ম সম্পর্কে গৃহনির্মাণ প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে বলা হয় এই প্রকল্পকে ঘিরে শিক্ষকদের মধ্যে অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। 'ছায়া নীড়'-এর পরিচালনা ও অর্থব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বলেও তাতে বলা হয়।

প্রশাসনিক স্থবিরতা সম্পর্কে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অচল হয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে ১৪টি উদাহরণ দেয়া হয়েছে। ৫টি উদাহরণ দিয়ে প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়, সাম্প্রতিককালে প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্ব এক দু:সহ অবস্থায় পৌঁছেছে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছে।

স্মারকলিপির শেষভাগে যে ১০টি সুপারিশ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিষয়ে কেন্দ্রীভূ[illegible] গ্রহণের প্রথা তুলে দি[illegible] বিকেন্দ্রীকরণ, অফি[illegible] নিজের অফিসে উপ[illegible]স্থিত থাকা ইত্যাদি [illegible]